সংবাদ

তারিখ ... 7 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

ফিচার

নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে শিক্ষা কমিশনগুলোর সুপারিশ পর্যালোচনা

ড. মো. আহসান কবীর

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ এককেন্দ্রিক চিন্তা পরিহার করছে। বহুমুখী চিন্তা দ্বারা অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশ আজ এ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। আমাদের বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই নারী। সভ্যতার ক্রমবিকাশে নারীর অধিকার সম্পর্কে আমাদের সকলের সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বেশি বলে আমার ধারণা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশেও আজ নারীর অধিকার ও নারী স্বাধীনতার স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে শিক্ষা অর্থাৎ নারী শিক্ষা।

'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও। আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেবো'– নেপোলিয়ান। অর্থাৎ একটি শিক্ষিত নারীই পারে একটি শিক্ষিত জাতির গঠন, পরিপূরণ ও বিকাশ সাধন করতে। কারণ একটি মানব শিশুর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা নির্ভর করে তার সার্বক্ষণিক শিক্ষক মায়ের ওপর। সুতরাং একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নারী শিক্ষার ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ আমরা সহজেই তা অনুধাবন করতে পারি।

নারী জাতি মানব সমাজের অন্যতম অংশ। কিন্তু পুরুষ শাসিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় নারীকে কেবল ব্যথা-বেদনার নির্মম অভিশাপ বহন করতে হয়েছে। তার যথার্থ জীবন বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বরাবর উপেক্ষিত হয়েছে। তবে অতীতের আঁধার অনেকটা কেটে গেছে।

শিক্ষাই জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। এই শিক্ষা থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত থেকে নারীরা সমাজকে ও বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে রেখেছে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি। জাতীয় জীবনে পুরুষের মতোই নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে নারীরাও সকল দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রয়েছে বলে তার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান। পারিবারিক জীবনে নারীর ভূমিকাই অগ্রগণ্য। মা যদি নিজে সুশিক্ষিত হন তাহলে তার সন্তানও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। বাইরের কর্মক্ষেত্রে যেমন নারীর ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সংসার জীবনেও সমৃদ্ধির রূপকার নারী। শিক্ষা তাকে সে দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলে। তাই জীবনকে সর্বপ্রকারে গতিশীল করে তোলার জন্য নারী শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সমাজে নারীকে যুগের অনুসারী হতে হবে। কেবল নারী জাতির প্রয়োজনেই নয়, সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা, মুক্ত মানসিকতা আবশ্যক। জাতির জন্য দরকার শিক্ষাদিক্ষায়, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল পরিবার। সে আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকাই সর্বাধিক বলে নারী শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা ব্যতিরেকে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি একেবারেই অর্থহীন। নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি এবং নারীর প্রতি রক্ষার জন্য নয় বরং নারীর ক্ষমতায় ও নারীকে দেশের সকল ক্ষেত্রে একযোগে কাজে লাগানোর জন্য একান্ত প্রয়োজন। নারীশিক্ষা ব্যতিত নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অংশগ্রহণ কোনভাবেই নিশ্চিত করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে নারী শিক্ষানীতিতে নারীর কী ধরনের অবস্থান থাকা প্রয়োজন, তা আমাদের অনেকেরই জানা। জাতীয় শিক্ষানীতি একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা নীতির ওপর ভিত্তি করেই একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রূপ লাভ করে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ, স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রকার কি হবে তার ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য, আদর্শ, স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রকার কি হবে তা বিধৃত থাকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। চলমান পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করার ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব, শিক্ষানীতি তারই নির্দেশনা প্রদান করে। কাজেই শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়ন একান্তভাবে শিক্ষানীতির ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নারীর শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। কারণ নারীর সঠিক ও উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোন ক্রমেই একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যাবে না।

নারীশিক্ষায় বাংলাদেশ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। নারী শিক্ষার সুদূর প্রসারি কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তার কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন।

বাংলাদেশ এবং এই উপমহাদেশে নারী শিক্ষার ইতিহাস অত্যন্ত আরোপ করো বলা হয়েছে, 'এলেম অর্জন মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয'। এ হাদিসের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, শিক্ষা অর্জন করার জন্য ইসলামে কতোখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারীর প্রতি মহানবী (সাঃ) সকল ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মায়ের পায়ের তলায় বেহেশত।' মা বলতে নারীকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদিসের মাধ্যমে তিনি নারীর সম্মানের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। নবী (সাঃ) ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত করেননি। একসময় মসজিদ বা মসজিদ সংলগ্ন মক্তবেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। তবে মেয়েদের শিক্ষা প্রধানত কুরআন পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ তেমন একটা ছিল না। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনও নারী শিক্ষার ঐতিহ্যকে সসম্মানে অব্যাহত রেখেছিলেন। উমাইয়া এবং আব্বাসিয়া যুগেও নারীশিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে যে সকল শিক্ষিতা ও সংস্কৃতিমনা মহিলার পরিচয় আমরা পাই, তাদের অধিকাংশই ছিলেন কবি, লেখিকা ও সুবক্তা। সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত ও কাব্য চর্চায় তারা ছিলেন পারদর্শী। তবে এসব কিছু সম্ভব হয়েছিল তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উদ্যোগে গৃহশিক্ষকের সহায়তায় তারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং সমাজে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে গণমানুষের জন্য যে শিক্ষা, সে শিক্ষার প্রসার তখনও হয়নি।

ইসলামের বিভিন্ন আলোচনায় নারীর শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। নারীশিক্ষার সুদূরপ্রসারি তাৎপর্য তুলে ধরে নবী (সাঃ) তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নারীদের মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের এ নীতির কথা আমাদের সকলেরই জানা। ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিও

নারী জাতি মানব সমাজের অন্যতম অংশ। কিন্তু পুরুষ শাসিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় নারীকে কেবল ব্যথা-বেদনার নির্মম অভিশাপ বহন করতে হয়েছে। তার যথার্থ জীবন বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বরাবর উপেক্ষিত হয়েছে। তবে অতীতের আঁধার অনেকটা কেটে গেছে।